بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৭ই এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর সততা ও সত্যবাদিতার কতিপয় ঘটনা ও রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা ইউনুস এর ১৭-১৮নং আয়াত পাঠ করেন,

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَاۤ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ*

অনুবাদ: **"তুমি বলো, আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে আমি তা তোমাদের কাছে পড়ে শোনাতাম না এবং তিনিও তা সম্পর্কে তোমাদের জানাতেন না। নিশ্চয় এর পূর্বে আমি তোমাদের মাঝে এক দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছি; তবুও কি তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না? অতএব, যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রটনা করে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে প্রকাশ্য ন্যায়বিচার লঙ্ঘনকারী আর কে হতে পারে? বাস্তব সত্য হলো, অপরাধীরা কখনো সফল হয় না।"** এরপর হুযূর (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা চলছে। আজ তাঁর সততা ও সত্যবাদিতার বিষয়ে উল্লেখ করব। তাঁর জীবনীতে সততা ও সত্যবাদিতার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এমনকি শত্রুরাও তাঁর সত্যবাদিতা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করতে বাধ্য হয়েছে। মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতকেও সত্যের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবন সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, 'মহানবী (সা.) সম্পর্কে আমরা দেখি, তাঁর শত্রুরাও এ কথা স্বীকার করেছে যে, তিনি (সা.) সাদিক (সত্যবাদি) ও আমীন (বিশ্বস্ত) ছিলেন আর তারা কখনো তাঁর ব্যাপারে কোনো ধরনের অপবাদ আরোপ করতে পারেনি। মহানবী (সা.)-এর দাবির পরে মক্কার এক সভায় কাফিররা আলোচনা করে, বাইরে থেকে কেউ মক্কায় এসে মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমরা কী উত্তর দেবো? একটি সম্মিলিত উত্তর প্রস্তুত রাখা উচিত যেন আমাদের পরস্পরের কথায় অসামঞ্জস্যতা প্রকাশ না পায়। তখন তাদের একজন বলে, তোমরা বলে দিও, এ ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে। এটি শুনে **নযর বিন হারেস** বলে উঠে, এটি বলা ঠিক হবে না; কেননা এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। বরং বলবে, মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের মাঝে যৌবন অতিক্রম করেছেন আর তখন তোমরা তাকে পুণ্যবান, সত্যবাদি ও বিশ্বস্ত জানতে আর এখন ইসলামের কথা বলতেই তোমরা তাঁকে মিথ্যবাদি আখ্যা দিচ্ছ? এ কথা শুনে সবাই নীরব হয়ে যায় এবং তার কথা মেনে নেয়। অনুরূপভাবে **হিরাক্লিয়াস** যখন আবু সুফিয়ানের কাছে মহানবী (সা.)-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে তখন সে বলেছিল, তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি। হিরাক্লিয়াস পুনরায় একই বিষয় জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও সে উত্তরে বলে, হ্যাঁ, তিনি আজ পর্যন্ত কখনো মিথ্যা বলেননি।

মহানবী (সা.) নবুয়্যত লাভের পর একদিন পাহাড়ে উঠে বিভিন্ন গোত্রের লোকদের ডেকে বলেন, আমি যদি তোমাদেরকে বলি, পাহাড়ের ঐ প্রান্তে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী তোমাদের ওপর আক্রমণের জন্য দাঁড়িয়ে আছে— তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা বলে, আমরা অবশ্যই তোমার কথা বিশ্বাস করব, কেননা আমরা তোমাকে সত্যবাদি হিসেবেই জানি। যদিও তখন সেই পরিস্থিতিতে এমন স্থানে এরূপ সৈন্যবাহিনী একত্রিত হওয়া অসম্ভব ছিল, তবুও তারা মহানবী (সা.)-এর সততার কারণে এ সাক্ষ্য প্রদান করেছে আর তাঁর সত্যবাদিতায় এত দৃঢ়

বিশ্বাস ছিল যে, তারা এ ধারণা করতে পারেনি যে, তিনি মিথ্যা বলতে পারেন বা ধোঁকা দিতে পারেন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের কখনো ধ্বংস করা হয় না। যখন দুটি পক্ষ পরস্পর শত্রুতা করে এবং বিদ্বেষকে চরম সীমায় উপনীত করে, তখন যে পক্ষ আল্লাহর দৃষ্টিতে মুত্তাকী ও পরহেযগার হয়, আকাশ হতে তার জন্য সাহায্য অবতীর্ণ হয় এবং এভাবে ঐশী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ধর্মীয় বিবাদ নিষ্পত্তি হয়ে যায়। দেখো, আমাদের প্রিয় নেতা ও মনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.) কীভাবে দুর্বল ও অসহায় অবস্থায় মক্কায় আবির্ভূত হয়েছিলেন আর সে সময় আবু জাহল প্রমুখ কাফিরদের কতই না প্রভাব ছিল এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ মহানবী (সা.)-এর প্রাণের শত্রু হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কোন্ সেই জিনিস ছিল যা শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-কে বিজয় ও সম্মান এনে দিয়েছিল? নিশ্চিত জেনে রেখো, এটি ছিল সেই ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও পবিত্রতা যার কারণে তিনি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, 'আর নিশ্চয়ই তুমি সুমহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।' এর ব্যাখ্যামূলক অর্থ হলো, উত্তম নৈতিক চরিত্রের সকল দিক যেমন, উদারতা, সাহস, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, অনুগ্রহ, সত্যবাদিতা, ধৈর্য প্রভৃতি তোমার মাঝে একত্রিত হয়েছে।"**

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"তোমাদের জন্য ফরয বা আবশ্যক হলো সত্য কথা বলা। কারণ সত্যবাদিতা মানুষকে পুণ্যের দিকে ধাবিত করে আর পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। যখন কোনো ব্যক্তি সবসময় সত্য বলে এবং সত্য অনুসন্ধান করে, তখন সে আল্লাহ্র সন্নিধানে সিদ্দীক হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। আর তোমরা মিথ্যাকে এড়িয়ে চলো, কারণ মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে ধাবিত করে আর পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ যখন বারবার মিথ্যা বলে এবং মিথ্যা বলার চেষ্টা করতে থাকে, তখন সে আল্লাহ্র কাছে মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।"**

আল্লামা রাযী (রহ.) সূরা তওবার ১১৯নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে বলে, আমি অনেক পাপকাজে লিপ্ত। আমার পক্ষে এ সবকিছু একবারে পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। আমাকে যে কোনো একটি কাজ বলুন যা পরিত্যাগের শর্তে আমি আপনার হাতে বয়আত গ্রহণ করতে পারি। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, মিথ্যা পরিত্যাগ করো। অতঃপর সে এই অঙ্গীকার করে এবং মুসলমান হয়ে যায়। এরপর যখন সে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে ফিরে যায় তখন তাকে মদ্যপানের প্রস্তাব দেওয়া হলে সে চিন্তা করে, আমি যদি মদ পান করি আর পরবর্তীতে মহানবী (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আর আমি যদি মিথ্যা বলি তবে আমি অঙ্গীকার ভঙ্গকারী হবো; আর যদি সত্য বলি তবে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই ভেবে সে মদপান থেকে বিরত থাকে। এভাবে সে যে মন্দকর্মের দিকেই ধাবিত হচ্ছিল এ কথা চিন্তা করে নিজেকে সংযত করতে শুরু করে আর ধীরে ধীরে সমস্ত পাপকর্ম থেকে তওবা করে নেয়।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-র ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক বন্ধু ছিলেন। যখন মহানবী (সা.) নবুয়্যত লাভ করেন, তখন কুরাইশের লোকেরা হযরত আবু বকর (রা.)-র কাছে এসে বলল, হে আবু বকর! তোমার সঙ্গী তো (নাউযুবিল্লাহ) উন্মাদ হয়ে গেছে। হযরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন, তিনি মসজিদুল হারামে মানুষকে এক আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান করছেন এবং দাবি করছেন যে, তিনি খোদার নবী। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আবুল কাসেম! আপনার সম্পর্কে আমি যে কথা শুনেছি তা কি সত্য? তিনি (সা.)

বলেন, হ্যাঁ আবু বকর। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বশীর (তথা সুসংবাদদাতা) ও নযীর (তথা সতর্ককারী) হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, **আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনো আপনাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি। আপনি যে দাবি করেছেন তা নিশ্চয়ই সত্য।** এরপর তিনি তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন।

শে'বে আবি তালিবে যখন অবরোধের তৃতীয় বছর প্রায় পূর্ণ হতে যাচ্ছিল তখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অবহিত হয়ে মহানবী (সা.) তাঁর চাচা আবু তালিবকে বলেন, বনু হাশিমের বয়কটের যে চুক্তিপত্র কা'বাগৃহে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত তার সমস্ত লেখা উই পোকা খেয়ে ফেলেছে। মহানবী (সা.)-এর কথার প্রতি হযরত আবু তালিবের এমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি তাঁর ভাইদের কাছে এ কথা উল্লেখ করে বলেন, মুহাম্মদ (সা.) কখনও আমার সঙ্গে মিথ্যা বলেনি। অতঃপর তিনি তাঁদের নিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কাছে যান এবং বলেন, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে এ সংবাদ দিয়েছে এবং সে কখনও আমার কাছে মিথ্যা বলেনি। কাজেই, যদি তাঁর কথা সত্য প্রমাণিত হয়, তবে তোমাদের এই বয়কটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে আর যদি সে মিথ্যা সাব্যস্ত হয়, তাহলে আমি তাঁকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করব। তোমরা ইচ্ছা করলে তাঁকে হত্যা করো আর ইচ্ছা করলে জীবিত রেখো। কাফিররা তাঁর কথায় সম্মত হয়ে যখন চুক্তিপত্রটি দেখতে যায় তখন তা ঠিক সেভাবেই পাওয়া যায় যেমনটি মহানবী (সা.) বলেছিলেন। ফলে কুরাইশরা তাদের স্বজাতির সামনে লজ্জিত হয়ে পড়ে।

এক বর্ণনায় রয়েছে, আখনাস বিন শারীক বদরের যুদ্ধের দিন আবু জাহলের সাথে সাক্ষাৎ করে। সে জিজ্ঞেস করে, হে আবুল হাকাম! এখানে আমি আর তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, যে আমাদের কথা শুনছে। আমাকে মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে সত্যি করে বলো, সে কি সত্য নাকি মিথ্যবাদী? আবু জাহল উত্তরে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ (সা.) নিশ্চয়ই সত্য আর তিনি (সা.) কখনো মিথ্যা বলেননি। মুসলমান এবং বনু কুরাইযা গোত্রের মাঝে পরস্পর সহযোগিতার চুক্তি ছিল। খন্দকের যুদ্ধের সময় বনু নযীর গোত্রের নেতা হুয়াই বিন আখতাব বনু কুরায়যার নেতা কাব বিন আসাদের কাছে যায় আর মুসলমানদের পরাজিত করার জন্য তাকে মুসলমানদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করতে এবং কুরাইশদের সাহায্য করার অনুরোধ করে। কিন্তু কাব বিন আসাদ বলে উঠে, মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে কৃত চুক্তি আমি কখনো ভঙ্গ করবো না। আমি তাঁর মাঝে বিশ্বস্ততা ও সততা ছাড়া আর কিছুই দেখি নাই।

মহানবী (সা.) এক উপলক্ষ্যে বলেছেন, **"আমি অবশ্যই রসিকতা করি, কিন্তু তাতেও আমি কেবল সত্য কথাই বলি।"** তিনি (সা.) আরও বলেছেন, **"পরিতাপ সেই ব্যক্তির জন্য, যে মানুষকে হাসানোর জন্য কথা বলে এবং তাতে মিথ্যা বলে।"** হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিগত মর্যাদা সত্যের ক্ষেত্রে এতই উচ্চ ছিল যে, তাঁর জাতি তাঁকে সিদ্দীক নামেই অভিহিত করত। তিনি (সা.) সর্বদা তাঁর অনুসারীদেরকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিতেন। হুযূর (আই.) বলেন, এখন প্রত্যেক আহমদীর নিজেদের সত্যবাদিতার মানদণ্ড নিয়ে আত্মবিশ্লেষণ করা এবং যে দুর্বলতাগুলো রয়েছে তা দূর করার চেষ্টা করা উচিত।

পরিশেষে হুযূর (আই.) সম্প্রতি প্রয়াত মির্যা নাসীম আহমদ সাহেবের সহধর্মিণী মোহতরমা শাহিদা আহমদ সাহেবার স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তার গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন এবং তার আত্মার মাগফিরাত ও উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য দোয়া করেন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে

পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)